প্রিয়তমা

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

প্রকাশক : নবপ্রকাশ
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৭
প্রথম সংস্করণ ও চতুর্থ প্রকাশ : মার্চ ২০১৮
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ সূচিশৈলী : রাবেয়া আফরোজা

নবপ্রকাশ
ইসলামী টাওয়ার, দোকান : ২০
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮৪৪১, ০১৯১৩৫০৮৭৪৩

মূল্য: ৫২০ (পাঁচ শ বিশ) টাকা মাত্র
Price: BDT 520.00 | US $ 18.00

PRIYOTOMA
by Salahuddin Jahangir

nobopr‌okash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash
E-store: rokomari.com/noboprokash

ISBN: 978-984-92655-9-7

সূচিপত্র

উম্মুল মুমিনিন
খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ অধ্যায় ১৩

উম্মুল মুমিনিন
সাওদা বিনতে জামআ অধ্যায় ৯১

উম্মুল মুমিনিন
আয়েশা বিনতে আবু বকর অধ্যায় ১০৩

উম্মুল মুমিনিন
হাফসা বিনতে উমর অধ্যায় ২৩৫

উম্মুল মুমিনিন
জয়নব বিনতে খোজায়মা অধ্যায় ২৪৭

উম্মুল মুমিনিন
উম্মে সালামা বিনতে উমাইয়া অধ্যায় ২৫১

উম্মুল মুমিনিন
জয়নব বিনতে জাহাশ অধ্যায় ২৭৭

উম্মুল মুমিনিন
জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস অধ্যায় ২৮৯

উম্মুল মুমিনিন
উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান অধ্যায় ২৯৯

উম্মুল মুমিনিন
সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই অধ্যায় ৩১৩

উম্মুল মুমিনিন
মায়মুনা বিনতে হারিস অধ্যায় ৩২৯

উম্মুল মুমিনিন
মারিয়া কিবতিয়া অধ্যায় ৩৩৭

উম্মুল মুমিনিন
রায়হানা বিনতে জায়েদ অধ্যায় ৩৪৮

উম্মুল মুমিনিন

হাফসা বিনতে উমর অধ্যায়

রাদিয়াল্লাহু আনহা

এক

রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখনো নবুওয়াতপ্রাপ্ত হননি। মক্কায় একজন ভালো মানুষ হিসেবে বসবাস করছেন। মক্কার লোকজন তাঁর সত্যবাদিতা এবং সচ্চরিত্রের জন্য তাঁকে আল-আমিন বলে ডাকে। তিনি স্ত্রী খাদিজা এবং সন্তানদের নিয়ে নিরুপদ্রব জীবনযাপন করছিলেন সে সময়টাতে।

এ সময় মক্কার তীর্থস্থান কাবাঘর পুনর্নির্মাণ নিয়ে স্থানীয় গোত্রপতিদের মধ্যে একটা বিবাদ বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সংস্কার শেষে পবিত্র পাথর কাবাঘরে স্থাপন করবে কে, এ নিয়ে গোত্রপতিদের কোন্দল তুঙ্গে। কেউ কোনো সুরাহা দিতে পারছিল না। অবশেষে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো–উপস্থিত ব্যক্তিরা ব্যতীত আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কাবাঘরে আসবে, তার সিদ্ধান্তই মেনে নেওয়া হবে।

দেখা গেল, পরদিন সকালে সবার আগে কাবাঘরে এসেছেন তাদের সকলের প্রিয় আল-আমিন, মুহাম্মদ। সবাই তার শরণাপন্ন হলে তিনি পরামর্শ দেন–একটি বড় চাদর এনে সেটার মাঝখানে পবিত্র পাথর বসানো হোক। চাদরটির চারপাশে প্রতি গোত্রের একজন করে গোত্রপতি ধরে পাথরকে কাবার ভেতরে নিয়ে যাওয়া হোক। সকলেই তার এমন অভিনব সমাধানে যারপরনাই আনন্দিত হলো। পবিত্র পাথরকে চাদরের ওপর বসিয়ে সকলেই সেটাকে ধরে কাবার ভেতরে নিয়ে গেল এবং আল-আমিন সেটা নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দিলেন।

মুহাম্মদের এমন বুদ্ধিমত্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল সবাই।

এ ঘটনা নবুওয়াতের পাঁচ বছর আগে ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে। এ বছরই কুরাইশবীর উমর ইবনে খাত্তাবের ঔরসে জন্ম নেয় এক কন্যাসন্তান। এ কন্যাসন্তানের নাম রাখা হলো হাফসা। হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহা।

নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর হাফসা তাঁর পিতা উমর ইবনে খাত্তাবের অনুপ্রেরণায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মদিনায় হিজরতের পূর্বে খোনায়েস ইবনে হোজাফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। খোনায়েসও বিয়ের আগেই মুসলমান হয়েছিলেন। ধর্ম রক্ষার্থে তিনি ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন এবং মদিনায় হিজরতের প্রাক্কালে ফিরে আসেন।

মদিনায় হিজরতের প্রাথমিক দলে হাফসা ও তাঁর স্বামী অংশগ্রহণ করেন। রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উমরসহ অধিকাংশ সাহাবিকে তিনি ও আবু বকর হিজরত করার কয়েক মাস আগে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেন।

মদিনায় হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর স্বামী খোনায়েসের সঙ্গে সংসার শুরু করেন। দ্বিতীয় হিজরিতে মদিনাজুড়ে বদর যুদ্ধের রণভেরী বেজে ওঠে। ইসলামের প্রথম যুদ্ধাভিযানে অংশ নিতে মদিনায় সাজ সাজ রব পড়ে যায়। সত্য ও মিথ্যার প্রথম সশস্ত্র জিহাদে শরিক হতে প্রত্যেক মুসলিম নিজেদের সর্বস্ব নিয়ে বদর প্রান্তরে সমবেত হন।

খোনায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুও এ যুদ্ধাভিযানে অংশ নেন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে মারাত্মকভাবে আহত হন। আহত অবস্থায় তাঁকে মদিনায় নিয়ে আসা হয়। বেশ কিছুদিন মুমূর্ষু থেকে অবশেষে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁর জানাজা বহন করে কবরস্তানে নিয়ে যান।

হাফসা মাত্র ২২ বছর বয়সে বৈধব্যের বিরহে নিপতিত হলেন। জীবনের উষালগ্নে এমন বেদনাবিধুর অভিজ্ঞতা তাঁকে বিমর্ষ করে তোলে। মেয়ের এমন উন্মনা বিরহ দেখে পিতা উমরও চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। কোন বাবাই বা তাঁর মেয়ের এমন একাকিত্বের জীবন দেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে?

স্বামী শহিদ হওয়ার পর হাফসার ইদ্দতকালীন তিন মাস পূর্ণ হলো। পিতা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার মেয়ের জন্য যোগ্য পাত্রের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বদরের যুদ্ধের পরপর অসুস্থ অবস্থায় রাসুলের আদরের মেয়ে রোকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করেন। তিনি উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহধর্মিণী ছিলেন। চমৎকার একটি জুটি ছিল। দুজনই ছিলেন লজ্জার ভূষণে আবৃত। একসঙ্গে সর্বপ্রথম হিজরত করেন ইথিওপিয়ায়, আবার একই সঙ্গে ইথিওপিয়া থেকে হিজরত করে আসেন মদিনায়। ভালোবাসায় টইটম্বুর ছিল তাঁদের সংসার। কিন্তু আল্লাহর ইশারায় এ জুটির একটি পাখি বেহেশতের সবুজ পাখিদের ভিড়ে মিশে গেলেন। বদরের যুদ্ধের পরপরই রোকাইয়া আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এলেন উসমানের কাছে। সদ্য গত হওয়া স্ত্রীর বেদনায় মুষড়ে পড়া উসমানের যাতনা কিছুটা হলেও উপশম করার নিমিত্তে তিনি তাঁর মেয়ে হাফসার নাম প্রস্তাব করলেন বিয়ের জন্য। উসমান হ্যাঁ বা না কোনো উত্তর না দিয়ে জানালেন, এখন তিনি বিয়ে নিয়ে ভাবছেন না। যদি মনস্থির করেন, তখন এ বিষয়ে ভাববেন।

উসমানের পক্ষ থেকে একপ্রকার না-সূচক উত্তর পেলেন উমর ফারুক। তিনি মনঃক্ষুণ্ন হয়ে প্রিয় বন্ধু আবু বকরের কাছে এলেন। তাঁকেও একই প্রস্তাব দিলেন। তিনি হ্যাঁ বা না কোনো উত্তর না দিয়ে এ বিষয়ে বরং চুপ থাকলেন। আবু বকরের এমন আচরণে উমরের মনোবেদনা আরও তীব্র হলো। তিনি নিজের মনঃকষ্টের কথা কিছুটা হালকা করতে রাসুলের কাছে এলেন।

রাসুলের কাছে এসে উসমান ও আবু বকর তাঁর সঙ্গে কেমন বিমাতাসুলভ আচরণ করেছেন, সে ব্যাপারে অনুযোগ করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হয়তো এমন প্রস্তাবের জন্যই প্রতীক্ষিত ছিলেন।

রাসুলের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক হোক–এমন আকাঙ্ক্ষা অনেকেই করতেন। কিন্তু ঐশী ইশারা ছাড়া রাসুল কারও সঙ্গে আত্মীয়তা করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতেন না।

উমর ইবনে খাত্তাব রাসুলের অন্যতম প্রিয় বন্ধু এবং অত্যন্ত উঁচু মাপের সাহাবি। যদিও আবু বকরের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না, কিন্তু আবু বকরের পরে যদি কারও নাম উচ্চারিত হয়, তবে তিনি উমর। সে হিসেবে উমরও মনে মনে কামনা করতেন তাঁর সঙ্গে রাসুলের একটা আত্মীয়তার বন্ধন হোক। যেমন আবু বকর-তনয়া আয়েশাকে নিজের বধূ করে তিনি তাঁকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু উমর এমন কথা কখনো সরাসরি রাসুলের সামনে বলতে পারেন না, যদি না রাসুল নিজ থেকে কখনো আগ্রহ প্রকাশ করেন।